[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল জয়রামপুর বারুইপাড়া গ্রামের আনোয়ার মিয়ার পুকুরসংলগ্ন সড়কে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ওসমানকে আটক করে তার হেফাজত থেকে ৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা আদালতে পাঠানো হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক নির্মূল এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান চলমান রয়েছে।”

দর্শনায় জয় বাংলা লেখা বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে থেকে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ জুন) বেলা ১১ টার দিকে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে উপজেলার কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পায় বিলের মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যরা। এরপর দর্শনা থানা পুলিশের খবর

দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানার ওসি নজরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে।

বিলের সদস্য ও দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিত মিয়া জানান, দুষ্কৃতিকারীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণ করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কে বা কাহারা বোমা সদৃশ্য বস্তু ঘটনাস্থলে রেখেছে জানা যায়নি। তবে তদন্ত-পূর্ব আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

ঈশ্বরদীতে ৭৬ বোতল কোডিনযুক্ত ‘ইস্কাফ’সহ দামুড়হুদার এক নারী আটক

পাবনার ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনে বিশেষ অভিযানে ৭৬ বোতল কোডিনযুক্ত মাদকদ্রব্যসহ দামুড়হুদার ছোটদুধপাতিলা গ্রামের এক নারী মাদক কারবারি কে গ্রেফতার করেছে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানা পুলিশ। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ২৮ হাজার টাকা।

রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার এএসআই আবু সাঈদ শুভ সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঢাকা থেকে খুলনাগামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে নিরাপত্তামূলক ডিউটিতে নিয়োজিত ছিলেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ট্রেনটি মুলাডুলি রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করার সময় “গ” নম্বর বগিতে নিয়মিত তল্লাশি চালানো হয়।

এ সময় বগির পূর্ব পাশের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীর আচরণ

সন্দেহজনক মনে হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখা দিলে তাকে ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে নারী কনস্টেবল সিলভিয়া বেসরার সহায়তায় তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিকালে ধৃত নারী দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামের আক্তার হোসেন এর স্ত্রী নাজমা খাতুন (৪৫), তার হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ৩২ বোতল কোডিনযুক্ত ‘ইস্কাফ’ (ESkuf) এবং শরীরে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা কাপড়ের পকেট থেকে ৪৪ বোতল কোডিনযুক্ত ‘উইংস’ (WINGS) নিজ হাতে বের করে দেন।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে মোট ৭৬ বোতল কোডিনযুক্ত মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ২৮ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার পুলিশ।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান জানান, আটক আসামিকে আজ বুধবার বিজ্ঞ আদালত সোপর্দ করা হয়েছে। রেলপথে মাদক পাচার রোধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় ৪জন পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানার বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মৃত মন্টু মিয়ার ছেলে মাহাফুজ (২৯), একই গ্রামের নুরুল ইসলাম ওরফে নুহুর ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (২২), রামনগর গ্রামের আমানউল্লাহর ছেলে মাসুম আলী (২৩), এবং কালিয়ারকরি গ্রামের মৃত হযরেত আলীর ছেলে শাহজাহান আলী।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর নেতৃত্বে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

এসময় জিআর নং-৯৯/২৫ মামলার আসামি জয়রামপুর গ্রামের মাহাফুজ, পারিজারি-৫৮/২০২৪ মামলার আসামি রামনগর গ্রামের মাসুম আলী, জিআর নং-৯৯/২৫ মামলার আসামি জয়রামপুর গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এবং সিআর নং-১২৫৩ মামলার আসামি কালিয়ারকরি গ্রামের শাহজাহান আলীকে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত সকল আসামিকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি, ৩ ট্রাক্টরসহ আটক ৩

চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদায় ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগে তিনটি মাটি ভর্তি ট্রাক্টরসহ তিনজনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৩ জুন) ভোর ৩টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের লোকনাথপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাটি ভর্তি ট্রাক্টরগুলো আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামের বাক্কা চাকলার ছেলে নাফিস হাসান (২৫),তারানিপুর গ্রামের মৃত খবির উদ্দিনের ছেলে মনিরুল ইসলাম (৩০) এবং চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামের মৃত আমির আলীর ছেলে রাকিব হোসেন (২৫)।

পুলিশ জানায়, আটককৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন যে, ফসলি জমি থেকে কাটা মাটি বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছিল। তারা এসব মাটি ব্রেস্ট ব্রিকস ও হেড ব্রিকসে নিয়ে যাওয়ার কথা জানান।দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবা উদ্দিন বলেন, ভোর রাতে অভিযান চালিয়ে মাটি ভর্তি তিনটি ট্রাক্টরসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিদের পাশাপাশি এ কাজে জড়িত অন্যান্য সহযোগীদের বিরুদ্ধেও বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮ ধারা অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।তিনি আরও জানান, মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আটক ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবারই আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এই অভিযান অব্যহত থাকবে বলে ও জানান তিনি।এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছে, ফলে কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ড বন্ধে প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে চার আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের এক আসামিসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। সোমবার গ্রেপ্তারকৃতদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার কাদিপুর গাংপাড়া গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৬), দলিয়ারপুর মাঝেরপাড়া গ্রামের মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে মন্টু (৪৫), দলকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত ঝড়োর ছেলে ফরজ আলী (৩৬) এবং ভগীরথপুর ক্যাম্পপাড়া গ্রামের মোশারেফ হোসেনের ছেলে মমরেজ হোসেন (২৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং-০৮, তারিখ ৬ জুন ২০২৬, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০২৫) ধারার মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি দেলোয়ার হোসেনকে গত রোববার রাত ৯টার দিকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, মামলা নং-২২, তারিখ ২০ জুন ২০২৬, জিআর নং-১১৬/২৬, পেনাল কোডের এজাহারভুক্ত আসামি মন্টুকে সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্প গ্রেপ্তার করে এবং পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

অপরদিকে, একই দিন মামলা নং-২৩, তারিখ ২০ জুন ২০২৬, জিআর নং- ১১৭/২৬, পেনাল কোডের তদন্তে প্রাপ্ত আসামি ফরজ আলীকে রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এছাড়া মামলা নং-২৪, তারিখ ২১ জুন ২০২৬, জিআর নং-১১৮/২৬, পেনাল কোডের এজাহারভুক্ত ৪ নম্বর আসামি মমরেজ হোসেনকে রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে চারুলিয়া পুলিশ ক্যাম্প গ্রেপ্তার করে এবং পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সোমবারই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অপরাধ দমন ও পলাতক আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে। এলাকাবাসীর এমন সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে এবং একটি নিরাপদ, সুস্থ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দামুড়হুদায় মোবাইল কোর্টে দুই মাদকসেবীর ২ বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দুই ব্যক্তিকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও উভয়কে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের সহযোগিতায় উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, মোবাইল কোর্টে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের কমল ফকির এবং গোপালপুর গ্রামের রবিন ইসলামকে মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরে “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮” এর ৩৬(১) ধারা, ২১ নম্বর ক্রমিক অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল সার্বিক সহযোগিতা করে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজ থেকে মাদকের ভয়াবহ বিস্তার রোধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন কঠোর

অবস্থানে রয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় মাদকের প্রভাব উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে প্রশাসনের পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আরও সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মাদকসহ নানা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে দুটি ফুটবল, দুই সেট জার্সি ও দুই সেট এংলেট (শিনগার্ড) উপহার প্রদান করা হয়। একই দিনে জয়রামপুর ডি.এস. দাখিল মাদ্রাসায়ও দুটি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

এ সময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম,৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে মাদক, অপরাধ ও বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। সুস্থ বিনোদন ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হবে, তেমনি দেশ ও সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবেও গড়ে উঠবে।

সেই লক্ষ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে এসব ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাঠমুখী তরুণরাই আগামী দিনের সম্পদ। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা যেন মাদক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, সে উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান।